29

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13 JUL 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

নূতন পরীক্ষা পদ্ধতি প্রসঙ্গে

এসএসসি পরীক্ষার নূতন পদ্ধতি বাতিল, শিক্ষা উপকরণের মূল্য হ্রাস ও বৈষম্যমূলক শিক্ষা ব্যবস্থা বাতিলের দাবীতে গত সোমবার নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানার কয়েকটি উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্ররা সকাল ১০টা হইতে বেলা ২টা পর্যন্ত নোয়াখালী-ফেনীর ছমির মুন্সীর হাট হইতে সেবারহাট পর্যন্ত ৭ কিলোমিটার সড়কে অবস্থান ধর্মঘট করে। বিকাল ২টায় স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপে ছাত্রদের সহিত আলোচনার পর অবরোধ তুলিয়া নেওয়া হয়।

কাগজের দাম এখন আকাশ-ছোঁয়া। অন্যান্য শিক্ষা উপকরণের দামও বাজারে অন্যান্য দ্রব্য-সামগ্রীর সাথে পাল্লা দিয়া বাড়িতেছে। সরকার সম্প্রতি ঘোষিত বাজেটে শিক্ষা খাতে সর্বোচ্চ বরাদ্দ দিয়াছেন। ইহাতে আপাতঃ দৃষ্টিতে মনে হয় এদেশের শিক্ষা খাতকেই সবচাইতে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হইতেছে। এদিকে শিক্ষা উপকরণের দাম বাড়া বৈ কমে না।

বহু ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মূল দাবী পরীক্ষা পদ্ধতি বাতিল করা। আমাদের দেশের এস-এসসি, এইচ এস সি, ডিগ্রী এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা পদ্ধতি লইয়া সচেতন মহলের ক্ষোভ বহুদিনের। এই পদ্ধতিতে শিক্ষা গ্রহণের চাইতে পরীক্ষা পাসের প্রচেষ্টাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কিছু প্রশ্নের উত্তর ভাল করিয়া মুখস্ত করিয়া পরীক্ষার খাতায় লিখিয়া দিতে পারিলেই হইল। পাঠ্য-পুস্তক পড়িবারও বিশেষ প্রয়োজন নাই। এবং অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী করেও তাই। এমনকি বিশ্ববিদ্যালয়েও অধিকাংশ ছাত্র-ছাত্রী শুধু সিনিয়রদের নোট পড়িয়া দিব্যি ভাল রেজাল্ট করিতেছে। ছাত্র-ছাত্রীদের পাঠ্য-পুস্তক ভালভাবে পড়িতে বাধ্য করার উদ্দেশ্য লইয়াই এসএসসি পরীক্ষায় নৈর্ব্যক্তিক পদ্ধতি চালু করা হইয়াছিল। তবে ৫০০ প্রশ্নের "নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন ব্যাংক" নামক এক বিচিত্র ও অবৈজ্ঞানিক প্রপঞ্চ চালু করিয়া কর্তৃপক্ষ হিতে-বিপরীত ফললাভ করিয়াছেন। ইহাতে ছাত্রদের পাঠ্য-পুস্তক পাঠের প্রয়োজনীয়তা আরও কমিয়া গেল। কারণ মাত্র ৫০০টি সুনির্দিষ্ট নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্নের উত্তর মুখস্ত করিয়া ৫০-এ ৫০ পাইয়া বা অন্তত ৩৩ পাইয়া পাস করা অধিকতর সহজ হইয়া গেল। উল্লেখ্য, এই পদ্ধতিতে রচনামূলক অংশের ৫০-এ শূন্য পাইলেও ক্ষতি নাই। এই পদ্ধতিতে গত কয়েকটি এসএসসি পরীক্ষার ফলাফল তাই ঋণাত্মক অর্থে বৈচিত্র্যময় হইয়াছিল। যাহাই হউক, কর্তৃপক্ষ "প্রশ্ন ব্যাংকের" পদ্ধতি উঠাইয়া দিয়াছেন। নূতন নিয়মে সমস্ত বই হইতেই নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন থাকিবে এবং নৈর্ব্যক্তিক ও রচনামূলক অংশে পৃথক পৃথকভাবে শতকরা ৩৩ নম্বর পাইয়া পাস করিতে হইবে। 'নৈর্ব্যক্তিক' পদ্ধতি চালু করার উদ্দেশ্য ইহাতে অনেকাংশেই সাধিত হইবে বলিয়া আমরা মনে করি। আমাদের ধারণা, এই পদ্ধতি এইচএসসি পরীক্ষায়ও প্রয়োগ করা যাইতে পারে। ১৯৯৬ সাল হইতে এসএসসি পরীক্ষায় ব্যবহৃতব্য এই নূতন পদ্ধতি বাতিলের দাবী তাই গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। অবশ্য বর্তমান পদ্ধতির চাইতে উন্নততর ও অধিক বৈজ্ঞানিক কোন পদ্ধতি উপস্থাপিত হইলে তাহা অবশ্যই বিবেচনার দাবী রাখিবে।